17

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 OCT 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিশু শিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা

■ রাবেয়া সুলতানা ডেইজি ■

বাংলাদেশের শিশুরা জন্মের পূর্ব থেকেই শিক্ষা লাভ করে। কথাটা শুনতে যত অদ্ভুতই মনে হউক না কেন কথাটির কিছুটা সত্যতা রয়েছে।

বধূর মাতৃত্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের বয়স্ক অভিভাবকগণ তার চলাফেরা, চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, খাদ্যাভ্যাস, নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ভবিষ্যৎ মায়ের গর্ভে বৃদ্ধি পেতে থাকা সন্তান মায়ের সবরকম কাজ, চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হবে, এই বিশ্বাস অনেক প্রাচীন কাল থেকেই এবং বর্তমানেও এই ধারণা চলে আসছে। শিশুর জন্মের পর থেকে বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা, নানী ও ভাই-বোনদের প্রভাবে প্রভান্বিত হয়ে থাকে। শিশুর শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা তার সমন্বিত ও সুস্থ মানুসিকতার উপর নির্ভর করে। শিশুর দেহ ও মনের সুস্থতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রশংসা ও স্বীকৃতি, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা, দায়িত্বশীলতা ও নতুন নতুন অভিজ্ঞতা।

বাংলাদেশের পরিবারগুলিতে শিশু বাবা-মায়ের যেমন তেমনি দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-বোনদের এবং স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের আদরের পাত্র। বাংলাদেশের সমাজে পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় বলে এবং বিভিন্ন কারণে মা-বাবার বিচ্ছিন্ন পরিবার কম বলে অধিকাংশ শিশু তার আত্মীয়-স্বজনদের আদর-স্নেহে ঘেরা একটি নিরাপদ ঘরে বড় হয়। যদিও মা-বাবার শাসন ও নির্দেশ এই সমাজের বৈশিষ্ট্য, তবুও একটি শিশুর জীবনে দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-বোন, ফুফু ও খালাদের প্রশ্রয়ে অকুণ্ঠ ভালোবাসায় সহজভাবে বেড়ে উঠে। এই পরিবারেই সে ভালোবাসা, নিরাপত্তার পাশাপাশি লাভ করে তার দৈহিক চাহিদা-খাদ্য, পোশাক, ঘুম ও বিশ্রাম। পরিবারের সে খেলাধুলা, স্বাস্থ্য সেবা লাভ করে বড় হয়ে উঠে। একজন শিশুর সবল মন গড়ে উঠার পিছনে যে জিনিসটির গুরুত্ব সর্বধিক, সেটা হচ্ছে প্রশংসা ও স্বীকৃতি। এইকথা বড়দের জন্যও প্রয়োজ্য। তিরস্কারের চেয়ে পুরস্কার মানুষকে সঠিক পথে চালনার ভূমিকা রাখে। আমরা সবাই আশাকরি শিক্ষক-শিক্ষিকা, মা-বাবা, শিশুদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন। শিশুকে আদর দিয়ে কাজ করানো কত সহজ হয় যখন তাকে বলা হয় বাঃ এই কাজটি তুমি করতে পারো? আমি হলে পারতাম না তুমি খুব সহজে করে ফেলছো? অথবা শিক্ষিকা বললেন, এই অঙ্কটা যখন তুমি পারো বাকী অঙ্কটা বাড়ী থেকে করে আনবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কথার মধ্য দিয়ে যেটা সৃষ্টি হলো সেটা হচ্ছে শিশুর আত্মবিশ্বাস। মানুষ সে শিশু হোক, বড় হোক, তার হাঁটতে শেখা থেকে অ-আ, ক-খ শেখা বিজ্ঞান শেখা সর্বকিছুতেই তাকে সফল করেছে যে গুণটি সেটা হলো আত্মবিশ্বাস। নিজের শক্তির উপর যে সন্দেহ পোষণ করে সে কি করে সামনে এগিয়ে যাবে। বাধা দূর করার চেষ্টা চালাবে? একটি সুস্থ পরিবার শিশুর তাৎক্ষণিক কোন পরাজয়কে গুরুত্ব না দিয়ে তাকে তার ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়ী ও বিশ্বাসী করে তোলে। এর ফলে সে কখনোই পিছনে পড়ে না এবং একটা পথ সে বের করে ফেলে।

পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকার পিছনে কোন বিশেষ রহস্য নেই। যে তার বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে চলে, এবং সমাধান করে ফেলে সেই সফল মানুষ হতে পারে।

মানুষের কিছু না কিছু করার স্পৃহা অর্থাৎ তার কর্মস্পৃহাকে সচল করার জন্য প্রয়োজন কিছু যন্ত্রের। একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো, শিশু কোন একটি খেলনা নিয়ে বেশী দিন খেলে না। সে খুব দ্রুত তার পুরানো খেলনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অন্য একটি খেলনার জন্য আবদার করতে থাকে এর কারণ কি? আমাদের যেমন একই ধরনের রান্না খেতে খেতে অরুচি ধরে তেমনি শিশু পুরাতন জিনিস নিয়ে খেলতে খেলতে তার নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের অভাববোধ করে এবং অচিরেই পুরাতন খেলনা তার কাছে একঘেঁয়ে হয়ে পড়ে। কখনো কখনো একারণেও শিশু নির্জীব ও নিরানন্দ হয়ে পড়ে। সুতরাং তার শারীরিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে তার মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্য নতুন ধরনের কাজ, খেলা ও খেলনার প্রয়োজন। নতুন নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলায় শিশু যেমন অসীম আনন্দ লাভ করে তেমনি এইকাজে তার বুদ্ধি বৃত্তি সতেজ ও সবল ভাবে বিকশিত হয়। আমাদের পৃথিবীর গোটা সমাজ, দেশ, পরিবার সভ্যতা মানুষের যে বিশেষ গুণটির উপর নির্ভর করে উন্নতি লাভ করেছে, সেটা হচ্ছে দায়িত্ববোধ বা দায়ত্বশীলতা। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে সেচ্ছায় অপরের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে থাকে। পুরো সমাজের দায়িত্ব যেমন নেতা নেত্রীর কাঁধে তেমনি পরিবারের দায়িত্ব পিতা ও মাতার কাঁধে।

মানুষের সভ্যতাকে উন্নত করেছে কয়েকজন উদ্ভাবক মানুষ। তারাই ধীরে ধীরে তার যুগের সব মানুষের জীবনকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে। মানুষ দায়িত্বশীল না হলে তার ব্যক্তি স্বার্থ কেন্দ্রিক কর্মকান্ড সভ্যতার পতন কে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতো। সুতরাং মানুষের জন্য এ গুণটির পরিচর্যা প্রয়োজন। শিশু শৈশব থেকে দেখে বাবা-মা, ভাই-বোন সকলে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, কখনো কখনো নিজের অজান্তে। সে দেখে পরিবার তাদের উপর কতখানি নির্ভরশীল। পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব পালন দেখে এবং তার কাছে পরিবার যা আশা করে। এই দুটি মিলিয়ে শিশু দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে গড়ে উঠে। এ ফলে পরবর্তীকালে একজন শিশু সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। ❑